ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2253-2263
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.488

দোপদি মেঝেনের প্রতিরোধ: মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’ গল্পে সাব-অল্টার্ন সত্তা ও নগ্নতার রাজনীতি

লাবনী আক্তার, *জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ*

Received: 10.07.2026; Accepted: 22.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Mahashweta Devi's short story ‘Draupadi’ (1978) stands as a seminal subaltern text in Bengali literature, locating the intersection of caste oppression, gender violence, and indigenous resistance within the turbulent Naxalite political landscape of 1970s West Bengal. This paper undertakes a subaltern reading of ‘Draupadi,’ examining how Dopdi Mejhen a Santali tribal woman and insurgent combatant transforms her violated body into a site of radical political protest after gang-rape at the hands of the state military apparatus. Drawing principally on Antonio Gramsci's concept of hegemony, Ranajit Guha's formulation of autonomous subaltern consciousness, and Gayatri Chakravorty Spivak's critical intervention in ‘Can the Subaltern Speak?’ (1988), the article interrogates the politics of nakedness and the power relations encoded in state violence against marginalised women. Situating the narrative within the historical continuum of Bengal's subaltern uprisings the Fakir-Sannyasi resistance (1760–1800), the Santali Hul (1855–56), the Tebhaga movement (1946–47), the Tonko agitation (1946–50), and the Nankar revolt (1946–50) the paper argues that Dopdi's corporeal defiance constitutes a deliberate inversion of the patriarchal script that renders the female body passive. It further draws on Judith Butler's theory of gender performativity to analyse Dopdi's rejection of socially prescribed bodily conduct as an act of counter-hegemonic resistance. Mahashweta Devi's narrative strategy counterposing a cold administrative dossier against the visceral humanity of Dopdi's agency is read as a formal enactment of subaltern counter-discourse that simultaneously affirms and complicates Spivak's question of subaltern speakability.

Keywords: subaltern studies, Mahashweta Devi, Draupadi, politics of nakedness, gender performativity, Santali resistance, indigenous women, Spivak, Gramsci, postcolonial feminism

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য কণ্ঠস্বর, যিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের জীবন ও সংগ্রামকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম কেবল গল্পকথনের মাধ্যম ছিল না, বরং তা ছিল সামাজিক অবিচার ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে এক সক্রিয়, সচেতন প্রতিবাদ। তিনি ঘরে বসে কল্পনার আকরে কিছু রচনা করেননি; যা দেখেছেন, যা আহরণ

করেছেন তার আলোকেই গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের মাঝে ছুটে গিয়ে তাদের জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন। গণমানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে তাঁর সৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র, ভিন্নধর্মী ধারা প্রতিষ্ঠা করেছে। সামাজিক দায়, মানুষের বেঁচে থাকার তীব্র লড়াই, অসাম্য, অনাচার এবং রাষ্ট্রীয় বিমুখতা তাঁকে সেই স্বতন্ত্র ধারায় লিখতে প্রচণ্ডভাবে তাড়িত করেছে।

১৯৭৮ সালে প্রকাশিত 'দ্রৌপদী' গল্পটি সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের উত্তাল পটভূমিতে রচিত। গল্পে সাঁওতাল আদিবাসী নারী দোপদি মেঝেন রাষ্ট্রীয় সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে তার ক্ষতবিক্ষত উলঙ্গ শরীরকেই প্রতিবাদের একমাত্র অস্ত্রে পরিণত করে। গল্পটি কেবল একটি সাহিত্যকর্ম নয় এটি একটি রাজনৈতিক দলিল, একটি সাহিত্যিক পরীক্ষাগার যেখানে নারীর শরীরের উপর চাপানো রাষ্ট্রীয় ও পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার রাজনীতি, আদিবাসী পরিচয়ের প্রতিরোধী সত্তা এবং লৈঙ্গিক সংগ্রাম একসাথে উন্মোচিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণির উপস্থিতি নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথের হাতে অন্ত্যজ শ্রেণির উপর উচ্চবর্ণের শোষণকে কেন্দ্র করে কিছু গল্প তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সরাসরি অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্র রবীন্দ্র গল্পে নেই বললেই চলে। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের পদাপর্ণে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে ভিড় করে এলো অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা। তবে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সাহিত্যে এই ধারাকে সম্পূর্ণ নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছেন। এই প্রবন্ধে গ্রামশি, গুহ ও স্পিভাকের সাব-অল্টার্ন তত্ত্বের আলোকে 'দ্রৌপদী' গল্পে ক্ষমতার রাজনীতি, নগ্নতার রাজনীতি এবং প্রান্তিক নারীর প্রতিবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হবে। বাংলার ঐতিহাসিক সাব-অল্টার্ন বিদ্রোহের ধারাবাহিকতায় এই বিশ্লেষণকে স্থাপন করে গল্পটির রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য উন্মোচন করাই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট: সাব-অল্টার্ন তত্ত্ব ও সাহিত্য পর্যালোচনা

গ্রামশি থেকে সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ:

সাব-অল্টার্ন (Subaltern) ধারণাটি ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) তাঁর 'Prison Notebooks'-এ প্রবর্তন করেন, যেখানে তিনি হেজিমনি (hegemony) বা কাঠামোগত আধিপত্যের অধীনে থাকা সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে সাব-অল্টার্ন হিসেবে চিহ্নিত করেন। গ্রামশির কাছে হেজিমনি কেবল শারীরিক বলপ্রয়োগ নয়, বরং এটি সম্মতি উৎপাদনের এক সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শাসক শ্রেণি তাদের মতাদর্শকে 'স্বাভাবিক' ও 'সর্বজনীন' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এই কাঠামোতে সাব-অল্টার্ন গোষ্ঠীগুলি ক্ষমতার বিন্যাসে সর্বনিম্নে অবস্থান করে এবং মূলধারার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ডিসকোর্সে তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত থাকে।

১৯৮০-এর দশকে রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে গঠিত 'সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ' গ্রুপ এই ধারণাটিকে দক্ষিণ এশীয় ইতিহাসচর্চায় সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করে। গুহ তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India* (১৯৮৩)-এ দেখান যে, ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক বিদ্রোহগুলির নিজস্ব স্বায়ত্তশাসিত যুক্তি ও চেতনা ছিল। গুহের সেই ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, প্রতিরোধ হলো আধিপত্যের বিপরীতমুখী শক্তি, যা একটি সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কের স্বায়ত্তশাসিত ডোমেইন হিসেবে কাজ করে। তাঁর মতে, ইতিহাসবিদরা হিথার্টো কেবল ব্রিটিশ ও ভারতীয় অভিজাতদের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন, কিন্তু দেশের বিপুলসংখ্যক কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের সাব-অল্টার্নদের রাজনীতি অভিজাত রাজনীতি থেকে উদ্ভূত হয়নি এবং তার অস্তিত্ব অভিজাত রাজনীতির উপর নির্ভরশীলও ছিল না।

স্পিভাকের প্রশ্ন এবং নারীর দ্বৈত প্রান্তিকতা:

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর প্রভাবশালী প্রবন্ধ 'Can the Subaltern Speak?' (১৯৮৮)-এ সাব-অল্টার্ন প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে এক মৌলিক হস্তক্ষেপ করেন। স্পিভাক সাব-অল্টার্ন ক্লাসগুলির অবস্থান স্পষ্ট করেন এই ভাষায়:

> "Subaltern classes are not at the 'margins' of society, but rather reflect 'the silent, silenced center', rendered as 'Other' through dominant ideologies."
> (Spivak, 1988)

অর্থাৎ সাব-অল্টার্ন সমাজের প্রান্তে নয়, বরং তারা হলো নীরব, নীরব করা কেন্দ্র, যাদের আধিপত্যশালী আদর্শের মাধ্যমে 'অপর' হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। স্পিভাক আরও দেখান যে প্রতিনিধিত্ব একটি দ্বৈত নির্মাণ: একদিকে সাব-অল্টার্নকে 'নিজের জন্য কথা বলতে অক্ষম' হিসেবে নির্মাণ করা হয়, অন্যদিকে অভিজাত বুদ্ধিজীবী তাদের 'হয়ে কথা বলার' মাধ্যমে তাদের সত্যিকারের সত্তাকে মধ্যস্থতার আড়ালে রেখে দেন।

স্পিভাক বিশেষভাবে দেখান যে প্রান্তিক নারীর অবস্থান আরও জটিল, কারণ তারা পিতৃতন্ত্র এবং ঔপনিবেশিকতার দ্বৈত শোষণের শিকার। 'দ্রৌপদী' গল্পে দোপদির অবস্থান বিশ্লেষণে এই দ্বৈত প্রান্তিকতার ধারণাটি অপরিহার্য, কারণ সে একই সঙ্গে আদিবাসী, নারী এবং শ্রমজীবী হিসেবে ত্রি-স্তরীয় শোষণের মুখোমুখি। স্পিভাকের মতে, এই জটিল অবস্থানের কারণেই প্রান্তিক নারীর কণ্ঠস্বর সবচেয়ে বেশি মধ্যস্থতার শিকার হয়।

বাটলার এবং লৈঙ্গিক পরিবেশনার রাজনীতি:

জুডিথ বাটলারের লৈঙ্গিক পরিবেশনা (gender performativity) তত্ত্ব অনুযায়ী, লিঙ্গ কোনো স্থির প্রকৃতি বা জৈবিক সত্তা নয়, বরং এটি সামাজিকভাবে নির্ধারিত পুনরাবৃত্তিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্মিত। বাটলার বলেন, লিঙ্গকে এমন কার্যক্রমের সমষ্টি হিসেবে বোঝা উচিত যা সমাজ নির্ধারিত ভূমিকার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে 'বাস্তব' বলে মনে হয়, কিন্তু এই পুনরাবৃত্তিকে অস্বীকার করলেই সেই 'বাস্তবতা' ভেঙে পড়তে পারে। দোপদি কর্তৃক তার শরীরকে সামাজিকভাবে নির্ধারিত 'লাজুক/আবৃত নারী'-র পরিবেশনা থেকে প্রত্যাখ্যান করা এবং সেটিকে প্রতিবাদের মঞ্চে রূপান্তরিত করা বাটলারের এই তত্ত্বের একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত। এই প্রত্যাখ্যানই 'দ্রৌপদী' গল্পের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক মুহূর্ত।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণা ফাঁক:

'দ্রৌপদী' গল্পটি আন্তর্জাতিক ও বাংলা ভাষার একাধিক গবেষকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তবে বিদ্যমান গবেষণায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ শূন্যস্থান লক্ষণীয়, যা এই প্রবন্ধটি পূরণ করতে চায়।

বিদিশা ব্যানার্জি (২০২০) তাঁর প্রবন্ধে মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে ধর্ষণের চিত্রায়নকে ট্রমা স্টাডিজের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে মহাশ্বেতা দেবী ধর্ষণকে ট্রমার অসহ্যতার প্রতীক হিসেবে নয়, বরং সক্রিয় প্রতিরোধ ও ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায়:

> "By constituting the female subaltern as a complex figure of femininity whose body is not simply the site of exploitation and torture, but a transformative figure of resistance, Devi's fiction radically destabilizes the basic premise of female vulnerability." (Banerjee, 2020, পৃ. ৬৭৪)

ব্যানার্জির এই বিশ্লেষণটি গুরুত্বপূর্ণ, তবে তিনি মূলত ট্রমা তত্ত্বের কাঠামোতে থেকে গল্পটি পড়েছেন এবং গ্রামশীয় হেজিমনি ও বাংলার নির্দিষ্ট সাব-অল্টার্ন বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে দোপদির প্রতিরোধকে সংযুক্ত করেননি।

আফতাব উর রহমান জাহিন (২০২২) গুহ ও স্পিভাকের সাব-অল্টার্ন তত্ত্ব এবং বাটলারের লৈঙ্গিক পরিবেশনা তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে দোপদি বহুস্তরীয় সাব-অল্টার্নিটি থেকে মুক্তি পায় প্রচলিত পরিবেশনা-কার্যক্রম প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে। জাহিনের মতে:

> "Devi portrays that a tribal Indian woman conveys multiple layers of subalternity, and she has to resist and save her existence by rejecting the socially prescribed performative acts in all layers of subalternity." (Zahin, 2022, পৃ. ৮)

জাহিনের প্রবন্ধটি পদ্ধতিগতভাবে সুচিন্তিত, কিন্তু এটি মূলত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ এবং বাংলাদেশের সমসাময়িক আদিবাসী নারীর সংগ্রামের সাথে টেক্সটের কোনো সংযোগ টানা হয়নি।

অর্জুন নাথ (২০২৪) তাঁর গবেষণায় গার্নেট, গ্রামশি ও স্পিভাকের দৃষ্টিকোণ থেকে দোপদির সাব-অল্টার্ন শরীরকে প্রতিরোধের স্থান হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে দোপদির রূপান্তর 'ক্ষমতাহীনতা থেকে ক্ষমতায়নের যাত্রা'। বেনু ভার্মা (২০১৫) মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রের বহুস্তরীয় সাহিত্যিক নির্মাণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদী মিথিক চরিত্রের শরীরী দাবিকে কীভাবে পুনর্নির্মাণ করে।

বাংলা ভাষার গবেষণায় রাজেশ খান ও সুজয়কুমার মণ্ডল (২০১৭) দেখিয়েছেন যে মহাশ্বেতা দেবী বাগদি, ডোম, পাখমারা, ওরাও, গঞ্জু, মাল, খেরিয়া-সহ বিভিন্ন জনজাতির জীবনকে তাঁর গল্পে প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন। তরুণকান্তি মণ্ডল (২০২০) 'দ্রৌপদী' গল্পের প্রসঙ্গে সরাসরি বলেছেন যে মহাশ্বেতা দেবী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মেয়েকে প্রতিবাদী চরিত্রে চিত্রিত করে মহাভারতের দ্রৌপদীর সঙ্গে একটি আন্তরাশ্মিক সংলাপ তৈরি করেছেন এবং দেখিয়েছেন:

> " 'দ্রৌপদী' গল্পে পূর্বসূত্র রয়েছে 'অপারেশন বসাই টুডু' গল্পের মধ্যে। বসাই টুডুর বিশ্বস্ত সৈনিক ছিলেন দ্রৌপদী এবং তার স্বামী দুলন মাঝি। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী রমণীর মধ্যে খুব সযত্নে দেশপ্রেমের জাদুমন্ত্র দিয়ে দ্রৌপদী নির্মাণ করেছেন।" (মণ্ডল, ২০২০, পৃ. ৮২)

কৌশিকোত্তম প্রামাণিক (২০১৬) বিশেষভাবে দেখিয়েছেন যে মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে নারীরা কেবল শোষিতা নয়, বরং তারা সরব ও নীরব প্রতিবাদের মাধ্যমে সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে সক্রিয়। প্রামাণিকের ভাষায়: মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' (১৯৭৬), 'শিকার' (১৯৭৮)-সহ বেশ কিছু গল্পের নারীরা যেমন শোষিত হয়েছে, তেমন সমাজের প্রতি রেখে গেছে সরব ও নীরব প্রতিবাদসম্পৃক্ত বার্তা।

গবেষণা ফাঁক ও এই প্রবন্ধের অবদান: বিদ্যমান গবেষণাগুলি পৃথকভাবে টেক্সট বিশ্লেষণ, তাত্ত্বিক প্রয়োগ বা সাহিত্যিক নির্মাণের দিকে মনোযোগ দিয়েছে, কিন্তু তিনটি বিষয় একসাথে বিবেচনা করা হয়নি: (ক) গ্রামশি-গুহ-স্পিভাক-বাটলারের তাত্ত্বিক সমন্বয়; (খ) বাংলার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিদ্রোহ-ঐতিহ্যের সাথে গল্পের সংযোগ; এবং (গ) সমসাময়িক বাংলাদেশের আদিবাসী নারীর সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে গল্পটির প্রাসঙ্গিকতা। এই তিনটি ফাঁক পূরণ করাই এই প্রবন্ধের মূল অবদান।

বাংলার সাব-অল্টার্ন বিদ্রোহ: একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

'দ্রৌপদী' গল্পে চিত্রিত প্রতিরোধ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এটি বাংলার দীর্ঘ ও গৌরবময় সাব-অল্টার্ন বিদ্রোহের ইতিহাসেরই সাহিত্যিক প্রতিধ্বনি। গুহের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, প্রান্তিক মানুষের প্রতিরোধ সর্বদা আভিজাত্যিক রাজনীতির অনুগামী ছিল না; তাদের ছিল নিজস্ব স্বায়ত্তশাসিত চেতনা ও বিদ্রোহের নিজস্ব যুক্তি। এই বিদ্রোহগুলির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা আমাদের দোপদির প্রতিরোধের গভীরতর তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করবে।

ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০) ও সাঁওতাল হুল (১৮৫৫-৫৬):

মজনু শাহ, ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর নেতৃত্বে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত প্রতিরোধগুলির অন্যতম। নতুন ভূমি রাজস্ব নীতি, ধর্মীয় স্থানে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা তাদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক পরিচয়কে ব্যবহার করে ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো যে এই বিদ্রোহে প্রান্তিক মানুষেরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়কেই প্রতিবাদের ভিত্তি করেছিল—দোপদির আত্মপরিচয়-ভিত্তিক প্রতিবাদের সঙ্গে এর ঐতিহাসিক সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

সিধু ও কানু মুর্মুর নেতৃত্বে সংঘটিত সাঁওতাল হুল (১৮৫৫-৫৬) ছিল বাংলার সাব-অল্টার্ন ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকগুলির একটি। ব্রিটিশ শাসন ও জমিদার-মহাজনদের উচ্চ সুদের হার, বিচারহীনতা এবং ঐতিহ্যবাহী ভূমি ও জীবনযাত্রার উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা এই সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। দোপদি মেঝেন নিজে একজন সাঁওতাল নারী তার সংগ্রামের মূল শিকড় এই ঐতিহাসিক আদিবাসী প্রতিরোধ-ঐতিহ্যে গভীরভাবে প্রোথিত।[১] সাঁওতাল হুলে আদিবাসীরা তাদের ভূমি, জীবিকা ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করেছিল, দোপদির ব্যক্তিগত প্রতিরোধ সেই বৃহত্তর সম্প্রদায়-চেতনারই একক প্রকাশ।

তেভাগা, টংক ও নানকার: শোষণবিরোধী সমষ্টিগত সংগ্রাম

চল্লিশের দশকে প্রায় একই সময়ে সংঘটিত তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭), টংক বিদ্রোহ (১৯৪৬-৫০) এবং নানকার বিদ্রোহ (১৯৪৬-৫০) মিলিতভাবে একটি সুসংবদ্ধ বাস্তবতা উন্মোচন করে: বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কেবল অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য নয়, বরং সামাজিক মর্যাদা ও মানবিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্যও একযোগে সংগ্রাম করেছে।

তেভাগায় বর্গাদার কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের জন্য দাবি করে জোতদারী ক্ষমতার বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। ময়মনসিংহের হাজং ও গারো জনগোষ্ঠী টংক প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এই প্রথায় কৃষকদের উৎপাদনের পরিমাণ নির্বিশেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান বা অর্থ জমিদারকে দিতে হতো। সিলেটের নানকার কৃষকরা ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি এবং মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিদ্রোহ করেছিল। গুহের তত্ত্বের আলোকে বলা যায়, এই প্রতিটি বিদ্রোহেই প্রান্তিক মানুষেরা আধিপত্যকারী শ্রেণির বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব স্বায়ত্তশাসিত চেতনা থেকে রুখে দাঁড়িয়েছে। দোপদির প্রতিরোধ এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারারই সাহিত্যিক পরিপ্রকাশ একটি ব্যক্তিগত কার্যক্রম যা একটি ঐতিহাসিক সম্মিলিত সংগ্রামের উত্তরাধিকার বহন করে।

'দ্রৌপদী' গল্পের সাব-অল্টার্ন পাঠ:

সরকারি নথি, আখ্যান-কৌশল ও প্রতিনিধিত্বের রাজনীতি:

মহাশ্বেতা দেবী গল্পের শুরু একটি প্রশাসনিক নথি (dossier) দিয়ে করেন:

> "নাম দোপদি মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন মাঝি (নিহত), নিবাস চেরাখান, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দোপদি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা......" (মহাশ্বেতা দেবী, 'দ্রৌপদী', ১৯৭৮)

এই তথাকথিত বস্তুনিরপেক্ষ প্রশাসনিক ভাষাটি আসলে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষমতার কাঠামোকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলে। স্পিভাকের প্রতিনিধিত্ব-তত্ত্বের আলোকে দেখলে, এই নথি দোপদিকে একটি সংখ্যা, একটি সমস্যা, একটি 'কাউন্টার' বস্তু হিসেবে নির্মাণ করে তাকে একজন মানুষ নয়, বরং নির্মূলযোগ্য একটি লক্ষ্যমাত্রায় পরিণত করে। তার জীবন, তার ভালোবাসা, তার সংগ্রামের যুক্তি সব মুছে দিয়ে তাকে 'মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে, লং ওয়ান্টেড' তকমায় সংজ্ঞায়িত করা হয়। একটি দুই তকমাধারী ইউনিফর্মের মধ্যেকার সংলাপ থেকে গল্পের সূচনা এই রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও প্রকট করে তোলে।

এই নৈর্ব্যক্তিক নথির ভাষা এবং পরবর্তী কাহিনির মানবিক উষ্ণতার মধ্যেকার বৈপরীত্যই মহাশ্বেতা দেবীর আখ্যান-কৌশলের মূল শক্তি। ব্যানার্জির মতে, এই গল্পে ধর্ষণ দুটি স্তরে কাজ করে: প্রথমত, এটি নারীর শরীরে প্রতিদিনকার সহিংসতার বাস্তব সমালোচনা; দ্বিতীয়ত, এটি একটি রূপকথামূলক ট্রপ যেখানে নারীর শরীরের লঙ্ঘন শাসক অভিজাত শ্রেণির দ্বারা ভূমি ও নিপীড়িত জনগণের লঙ্ঘনের প্রতীক। একটি মাত্র গল্পে এইভাবে দুটি আখ্যান-জগৎ পাশাপাশি রাখা হয়: রাষ্ট্রের নৈর্ব্যক্তিক ভাষা ও দোপদির ব্যক্তিগত মানবসত্তা।

প্রান্তিক চরিত্রায়ণ ও ক্ষমতার অসম সম্পর্ক:

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দোপদি মেঝেন একজন সাঁওতাল আদিবাসী নারী, যিনি তার স্বামী দুলন মাঝির সাথে মিলে নকশাল আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-বাঁকুড়ার মধ্যে রুটে ঘুরতেন তারা। উনিশশো একাত্তর সালে বেখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে মৃত্যুর ভান করে পালিয়ে বাঁচেন। পরে জোতদার সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে হত্যার অভিযোগে দোপদি পুলিশের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকাভুক্ত হন। রাষ্ট্রযন্ত্রের দৃষ্টিতে দোপদি একজন অপরাধী, কিন্তু সাব-অল্টার্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সে শোষণের বিরুদ্ধে একজন সচেতন যোদ্ধা। তার এই 'অপরাধী' পরিচিতি আসলে ক্ষমতাশালীদের দ্বারা আরোপিত একটি লেবেল, যা তার প্রতিরোধের বৈধতাকে অস্বীকার করার রাজনৈতিক প্রচেষ্টা।

সেনানায়কের চরিত্রটি ক্ষমতার একটি জটিল প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি 'Apprehension and Elimination' নীতিতে বিশ্বাসী এবং তাঁর উক্তি— 'In order to destroy enemy, become one'—ক্ষমতার নির্মম রাজনীতিকে চিহ্নিত করে। মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন যে সেনানায়ক শুধু একটি নৃশংস রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিনিধি নন, তিনি নিজেও এই ব্যবস্থার একটি জটিল অংশ: তিনি প্রতিপক্ষকে সম্মান করেন (তাত্ত্বিকভাবে), ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখার বাসনা রাখেন, কিন্তু তবুও এই ব্যবস্থার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেন। এই দ্বিতীয়তা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জটিল চরিত্রকেই প্রকাশ করে।

নীরবতার ভাঙন: সাব-অল্টার্ন কি কথা বলতে পারে?

স্পিভাকের প্রশ্ন 'Can the Subaltern Speak?'-এর উত্তরে 'দ্রৌপদী' গল্পটি একটি জটিল ও বহুমাত্রিক অবস্থান নেয়। একদিকে, দোপদির যাবতীয় প্রতিরোধ মহাশ্বেতা দেবীর আখ্যানের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছায় যা

স্পিভাকের 'মধ্যস্থতা'র প্রশ্নটিকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। মহাশ্বেতা দেবী একজন শিক্ষিত বাঙালি লেখিকা হিসেবে দোপদির পক্ষে কথা বলছেন এটি স্পিভাকের সমালোচনার বাইরে নয়।

অন্যদিকে, দোপদির চূড়ান্ত কার্যক্রম কথাবার্তার সীমা অতিক্রম করে শারীরিক ও প্রতীকী ভাষায় এমন এক প্রতিবাদ উপস্থাপন করে যা কোনো মধ্যস্থকারীর প্রয়োজন রাখে না। জাহিনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, দোপদি 'এলিটিজম' ও 'প্রতিনিধিত্ব'-এর দ্বৈত আধিপত্যকে একসাথে প্রত্যাখ্যান করে তার সাব-অল্টার্নিটি অতিক্রম করে। গল্পের শেষে সেনানায়কের ভয় এই প্রতিরোধের কার্যকারিতার প্রমাণ: সাব-অল্টার্ন কথা বলেছে, এবং সেই কথার ভাষা এতটাই শক্তিশালী যে ক্ষমতার প্রতিনিধি তা সামলাতে পারছেন না।

নগ্নতার রাজনীতি, শরীর ও প্রতিবাদ:

গণধর্ষণ থেকে চূড়ান্ত মুহূর্ত: মূল পাঠ

সন্ধ্যা ৫:৫৭-তে দোপদিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ক্যাম্পে নিয়ে ঠিক এক ঘণ্টা জেরার পর 'Do the needful' আদেশে রাতভর গণধর্ষণ করা হয়। পরদিন সকালে তাকে খড়ের উপর ফেলে রাখা হয়। গল্পে বর্ণনা করা হয় যে দোপদি চোখ খুলে আকাশ দেখে, বুঝতে পারে তার দুই হাত দুই খুঁটোয় এবং দুই পা দুই খুঁটোয় বাঁধা ছিল। তার শরীরে রক্ত, ক্ষত। কতজন তাকে ধর্ষণ করেছে সে গুনতে পারে না। এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী রাষ্ট্রীয় সহিংসতার ভয়াবহতাকে সরাসরি উপস্থাপন করেন।

এরপর সেনানায়কের কাছে নিয়ে আসার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু এখানেই গল্পের আখ্যান একটি নাটকীয় ও ঐতিহাসিক মোড় নেয়। দোপদি দেওয়া কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং উলঙ্গ শরীর নিয়ে সেনানায়কের সামনে আসে:

> "কাপড় কী হবে, কাপড়? লিঙ্গটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু? হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দেব না। আর কী করবি? লেঃ কাঁউটার ক্, লেঃ কাঁউটার কর"— (মহাশ্বেতা দেবী, 'দ্রৌপদী', ১৯৭৮)

গল্পের শেষ বাক্য: "দোপদি দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়েককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।" এই একটি বাক্যে গল্পের পুরো রাজনীতি ঘনীভূত হয়ে ওঠে: ক্ষমতার প্রতিনিধি তার কাছে সবচেয়ে ভয়ের মুহূর্তের মুখোমুখি হন— একজন নিরস্ত্র, নির্যাতিত নারীর সামনে।

নগ্নতার রাজনৈতিক পাঠ: লজ্জা থেকে প্রতিবাদে রূপান্তর

মহাভারতের দ্রৌপদী কৌরব-রাজসভায় বিবস্ত্র হয়ে ঐশ্বরিক সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন সেখানে নগ্নতা ছিল অসহায়ত্ব, অপমান ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্ত্রণের প্রতীক। ভার্মার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদী এই মিথিক চরিত্রের 'শরীরী দাবিকে পুনর্নির্মাণ করে'। দোপদির নগ্নতা তার উপর চাপানো সহিংসতার ফল, কিন্তু সে এটিকে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদের মঞ্চে রূপান্তরিত করে।

বাটলারের ভাষায়, এটি হলো একটি 'পারফর্মেটিভ অস্বীকৃতি': সামাজিকভাবে নির্ধারিত 'লাজুক/আবৃত নারী' পরিবেশনা প্রত্যাখ্যান করে একটি নতুন সত্তা নির্মাণ। দোপদি 'নীরবতা, প্রত্যাখ্যান ও প্রতীকী মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে সাব-অল্টার্নকে কণ্ঠস্বর দেয়। তার রক্তাক্ত থুথু সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টে ছোড়া কেবল একটি শারীরিক কার্যক্রম নয় এটি একটি প্রতীকী ঘোষণা: শোষকের সাদা (পরিচ্ছন্নতার প্রতীক) পোশাকে প্রান্তিক মানুষের রক্ত-মাখানো সত্য।

অর্জুন নাথ (২০২৪) যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে দোপদির এই রূপান্তর হলো 'ক্ষমতাহীনতা থেকে ক্ষমতায়নের যাত্রা' (transformation from powerlessness to empowered quest of agency):

> "Dopdi emerges as empowered who displays an unusual form of resistance. The transformation of the protagonist from powerlessness to empowered quest of agency, emerging as site of resistance dismantles the social hierarchies and oppressive ideologies figuratively and literally." (Nath, 2024, পৃ. ৮)

লৈঙ্গিক রাজনীতি ও ত্রি-স্তরীয় প্রান্তিকতা:

দোপদি কেবল একজন আদিবাসী সাব-অল্টার্ন নয়; সে একই সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের লৈঙ্গিক শোষণের শিকার এবং দারিদ্র্যের কারণে শ্রেণীগত শোষণেরও শিকার। স্পিভাকের 'দ্বৈত প্রান্তিকতা' ধারণাটি এখানে প্রসারিত করতে হয়— দোপদির ক্ষেত্রে এটি ত্রি-স্তরীয়: জাতিগত (আদিবাসী), শ্রেণীগত (শ্রমজীবী) এবং লৈঙ্গিক (নারী)। রাষ্ট্রযন্ত্র দোপদিকে দমন করার জন্য ঠিক এই তৃতীয় স্তরটিকে— তার নারীত্বকে— অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ধর্ষণকে 'অপারেশনাল' হাতিয়ার করে তোলা হয়। এটি পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার একটি সুপরিচিত কৌশল: নারীর শরীরকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার আত্মাকে ভেঙে দেওয়া।

কিন্তু দোপদি এই লৈঙ্গিক রাজনীতিকে উল্টে দেয়। সেনানায়ককে 'মরদ তু?' প্রশ্ন করে সে পুরুষের 'মরদানা' সত্তাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে— পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বৈধতার মূল ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সে আরও বলে: 'হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব'— এই উক্তিটি পুরুষতান্ত্রিক লাজ-লজ্জার ধারণাকেই অর্থহীন করে দেয়। এই 'কাঁউটার কর' চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে দোপদি সমগ্র ক্ষমতার কাঠামোটিকেই পুনর্বিন্যস্ত করে: শিকার এখন শিকারির চোখে চোখ রেখে বলছে, আর কী করতে পারো?

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা: বাংলাদেশের আদিবাসী নারীর সংগ্রাম

'দ্রৌপদী' গল্পটি ১৯৭৮ সালে লেখা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, কিন্তু এটি আজ থেকে কয়েক দশক পরেও বাংলাদেশের বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে কথা বলে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকীকরণ এবং ভূমি-বিরোধের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী নারীদের উপর যৌন সহিংসতা একটি নথিভুক্ত মানবাধিকার সমস্যা। কাপাইং ফাউন্ডেশন এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতার দীর্ঘ তালিকা নথিভুক্ত করে আসছে।

গল্পে সেনানায়কের বাহিনী দোপদির শরীরকে ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে— ঠিক একইভাবে বাংলাদেশে আদিবাসী নারীর শরীর প্রায়শই ভূমি দখল, রাজনৈতিক আধিপত্য এবং সাংস্কৃতিক নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই সহিংসতা কেবল ব্যক্তিগত অপরাধ নয় এটি একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত মনোবল ভেঙে দেওয়া হয় এবং তাদের পূর্বপুরুষদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়।

তবুও, দোপদির মতোই বাংলাদেশের আদিবাসী নারীরা নীরব থাকেননি। মানবাধিকার সংস্থাগুলির সহায়তায় তারা সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, বিচার দাবি করছেন, এবং তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর তুলে ধরছেন। তাদের সংগ্রাম দোপদির ব্যক্তিগত প্রতিবাদের একটি সমষ্টিগত বিস্তৃতি: যেখানে দোপদি একা তার শরীরকে প্রতিবাদের মঞ্চ করেছিল, সেখানে আদিবাসী নারীরা মিলিতভাবে তাদের গোষ্ঠীগত সত্তাকে

প্রতিরোধের ভিত্তি করছেন। 'দ্রৌপদী' গল্পটি তাই তার রচনাকাল ও ভৌগোলিক সীমানার বাইরেও জীবন্ত ও প্রাসঙ্গিক।

উপসংহার:

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পটি সাব-অল্টার্ন সাহিত্যের এবং নারীর শরীরের নগ্নতার রাজনীতির একটি অনন্য সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত। দোপদি মেঝেন চরিত্রটি স্পিভাকের 'Can the Subaltern Speak?' প্রশ্নের একটি জটিল, বহুমাত্রিক সাহিত্যিক উত্তর উপস্থাপন করে। দোপদি কেবল কথা বলে না, বরং সে কথা বলার ভাষাটিকেই পুনর্নির্মাণ করে: তার শরীর হয়ে ওঠে সেই ভাষা যা রাষ্ট্রের ভাষা ও পুরুষতান্ত্রিক ভাষা দিয়ে অনুবাদ করা যায় না। তার প্রতিরোধ রাষ্ট্রীয় 'অপারেশন'-এর যুক্তিকে ভেঙে দেয়, কারণ রাষ্ট্র জানে কীভাবে নিরস্ত্র শত্রুকে নির্মূল করতে হয়, কিন্তু জানে না কীভাবে একজন নারীর অদম্য আত্মিক শক্তিকে মোকাবেলা করতে হয়।

গ্রামশির আধিপত্য-তত্ত্ব, গুহের স্বায়ত্তশাসিত সাব-অল্টার্ন চেতনা এবং বাটলারের লৈঙ্গিক পরিবেশনা-তত্ত্বের সমন্বয়ে দোপদির প্রতিরোধকে বহুস্তরীয় সাব-অল্টার্ন কার্যক্রম হিসেবে বোঝা সম্ভব হয়। বাংলার ঐতিহাসিক সাব-অল্টার্ন বিদ্রোহের ধারায় সাঁওতাল হুল থেকে তেভাগা পর্যন্ত দোপদির একক প্রতিরোধ একটি দীর্ঘ সম্মিলিত সংগ্রামের সাহিত্যিক উত্তরাধিকার বহন করে।

মহাশ্বেতা দেবীর আখ্যান-কৌশল—রাষ্ট্রীয় নথির শীতল ভাষার বিপরীতে দোপদির উষ্ণ মানবসত্তাকে স্থাপন করে একটি 'সাব-অল্টার্ন কাউন্টার-ডিসকোর্স' নির্মাণ করে। 'দ্রৌপদী' তাই কেবল একটি গল্প নয়—এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীমুক্তি ও সাব-অল্টার্নদের ক্ষমতার রাজনীতির বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ সাহিত্যিক ইশতেহার। প্রান্তিক মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং তাদের প্রতিবাদের সেই অমোঘ শক্তির কথা এই গল্প আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়, যা মূলধারার ইতিহাস প্রায়শই উপেক্ষা করে।

তথ্যসূত্র:

১. খান, রাজেশ ও সুজয়কুমার মণ্ডল। "মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে অন্ত্যজ ও আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসর: নির্বাচিত গল্পবিশেষের বিশ্লেষণ।" Pratidhwani the Echo, Vol. VI, Issue I, July 2017, Karimganj College, Karimganj, Assam, পৃ. ১৬-২৮।

২. দেবী, মহাশ্বেতা। "শ্রেষ্ঠ গল্প"। অগ্নিগর্ভ, ১৯৭৮, পৃ. ১-১৪।

৩. প্রামাণিক, কোউশিকোত্তম। "প্রতিবাদী আদিবাসী ও শোষিত অন্ত্যজ নারী: মহাশ্বেতা দেবীর কলমে।" IRJIMS, Vol. II, Issue IV, May 2016, Scholar Publications, Karimganj, পৃ. ১৪-২০।

৪. মণ্ডল, তরুণকান্তি। "মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী নারী।" PANCHAKOTesSAYS, Vol. 11, No. 2, November 2020, পৃ. ৮২-৮৬।

৫. Banerjee, Bidisha. "Defiance and the speakability of rape: Decolonizing trauma studies in Mahasweta Devi's short fiction." The Journal of Commonwealth Literature, SAGE, Vol. 57, Issue 3, 2020, p- 673-690.

৬. Butler, Judith. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex". Routledge, 1993, New York।

৭. Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton University Press, 2000, Princeton।

৮. Chatterjee, Partha. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton University Press, 1993, Princeton।

৯. Dakshayani, G. "Gendered Subalternity and Sociocultural Resistance: Tribal Women's Defiance in Mahasweta Devi's 'Giribala' and 'Draupadi'." International Journal for Multidisciplinary Research, Vol. 7, Issue 4, 2025।

১০. Dhari, S., Slemon, A., & Jenkins, E. "The Subaltern: Illuminating matters of representation and agency in mental health nursing through a postcolonial feminist lens." Nursing Inquiry, Vol. 31, Issue 4, 2024। DOI: 10.1111/nin.12661।

১১. Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. Ed. and trans. Hoare, Q. & Smith, G. N. Lawrence and Wishart, 1971, London।

১২. Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Oxford University Press, 1983, Delhi।

১৩. Nath, Arjun. "Subaltern Body: Politics and Poetics of Agency in Mahasweta Devi's 'Draupadi' (1978)." Far Western Review, Vol. 2, Issue 2, 2024, p-1-16.

১৪. Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern Speak?" Marxism and the Interpretation of Culture, Ed. Nelson, C. & Grossberg, L. University of Illinois Press, 1988, Urbana, p-271-316.

১৫. Verma, Benu. "Plenitude of the Singular: Draupadi in Literature and Life." Society and Culture in South Asia, SAGE, Vol. 1, 2015, p-56-74.

১৬. Zahin, Aftab Ur Rahaman. "Performative Act of the Subaltern: A Postcolonial Figure of Subaltern Resistance in Mahasweta Devi's Draupadi." Creative Saplings, Vol. 1, Issue 6, 2022, p-1-10.

গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি:

১. খান, রাজেশ ও সুজয়কুমার মণ্ডল। "মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে অন্ত্যজ ও আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসর।" Pratidhwani the Echo, Vol. VI, Issue I, July 2017।

২. দেবী, মহাশ্বেতা। "শ্রেষ্ঠ গল্প" অগ্নিগর্ভ, ১৯৭৮।

৩. প্রামাণিক, কৌশিকোত্তম। "প্রতিবাদী আদিবাসী ও শোষিত অন্ত্যজ নারী।" IRJIMS, Vol. II, Issue IV, May 2016।

৪. মণ্ডল, তরুণকান্তি। "মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী নারী।" PANCHAKOTesSAYS, Vol. 11, No. 2, November 2020।

৫. Banerjee, Bidisha. "Defiance and the speakability of rape." The Journal of Commonwealth Literature. SAGE, 2020।

৬. Butler, Judith. Bodies That Matter. Routledge, 1993, New York।

৭. Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe. Princeton University Press, 2000, Princeton।

৮. Chatterjee, Partha. The Nation and Its Fragments. Princeton University Press, 1993, Princeton।

৯. Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. Lawrence and Wishart, 1971, London।
১০. Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Oxford University Press, 1983, Delhi।
১১. Nath, Arjun. "Subaltern Body: Politics and Poetics of Agency in Mahasweta Devi's Draupadi." Far Western Review, Vol. 2, Issue 2, 2024।
১২. Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern Speak?" Marxism and the Interpretation of Culture. University of Illinois Press, 1988, Urbana।
১৩. Verma, Benu. "Plenitude of the Singular: Draupadi in Literature and Life." Society and Culture in South Asia. SAGE, Vol. 1, 2015।
১৪. Zahin, Aftab Ur Rahaman. "Performative Act of the Subaltern." Creative Saplings, Vol. 1, Issue 6, 2022।